দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...27 APR
পৃঃ ১ কলাম ২

কাকরাইলে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ। —সংবাদ

পুলিশ ছাত্রদল নেতা এ্যানিকে গ্রেফতার করছে। —সংবাদ

মিছিলে বেধড়ক লাঠিচার্জ, এ্যানিসহ ৭০ জন গ্রেফতার ❑ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি ছাত্রদল

❑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ দিনের ধর্মঘট আহ্বান, পথে পথে গাড়ি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ভিসি অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি সফল করতে ছাত্রদল গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। পুলিশ নগরীর কাকরাইল এলাকায় ছাত্রদল কর্মীদের গতিরোধ করে তাদের ফিরিয়ে দেয়। এসময় তাদের উপর চলে বেধড়ক লাঠিচার্জ। পুলিশ ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিসহ ৭০ জন নেতা–কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। লাঠিচার্জে কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে। ঘটনার সময় ও পরে ছাত্রদল কর্মীরা কমপক্ষে অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ক্যাম্পাস কাল ছিল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্রদল আজ সোমবার হতে আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট ডেকেছে। তাদের দাবি পূরণ না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেবে বলে জানিয়েছে।

ঘোষিত কর্মসূচি ছিল, ছাত্রদল নেতাকর্মীরা গতকাল রমনা বটমূলে জড়ো হয়ে ক্যাম্পাসে অভিযান চালাবে। এজন্য নগরীর বিভিন্ন স্থান হতে কর্মীরা গতকাল সকাল থেকেই মিছিলসহ রমনার দিকে যেতে থাকে। সকাল ১১টার দিকে ছাত্রদলের একটি মিছিল কাকরাইল হয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কাছে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির সঙ্গে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে ৩/৪ জন পুলিশ তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে। এ্যানি ছাত্রলীগ নেতা পার্থ হত্যা মামলার ১ নম্বর আসামি। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে মিছিলটি এখানেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত ছাত্রদল কর্মীরা কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরও করে। লাঠিচার্জের সময় পুলিশ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের যাকে পায় তাকেই আটক করে।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রদল মহানগরী শাখার একটি মিছিল মৎস্য ভবনের কাছে এলে পুলিশ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। এছাড়া রমনা পার্কের প্রতিটি গেটে পুলিশ নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী করে রাখে, যাতে ছাত্রদলের কেউ ঢুকতে না পারে।

পুলিশ দু' দফায় প্রায় ২শ' ছাত্রদল নেতাকর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তবে থানায় নেয়ার পর ৭০ জন বাদে বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নীরব, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন আকিল, কেন্দ্রীয় নাট্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক আনসার আলী খান জয় প্রমুখ রয়েছেন।

এ ঘটনার পর ছাত্রদল কর্মীরা কাকরাইল বিএনপি অফিস এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর করে। এর মধ্যে একটি বিআরটিসি বাস (ঢাকা মেট্রো–৬–৬৭২৫) ভাঙচুরসহ ড্রাইভারকেও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

অপরদিকে একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল সম্পূর্ণ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। এ সময় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মধুর ক্যান্টিনসহ ক্যাম্পাসের কোথাও ছাত্রদলের ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

ক্যাম্পাস ঃ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন নেতাকর্মীকে দেখা যায়নি।

ক্যাম্পাসের বাইরে যখন এ অবস্থা চলছিল তখন ছাত্রলীগ নেতা পার্থপ্রতিম আচার্যের হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা একই দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ও আবদুল ওয়াদুদ খোকন। ছাত্রলীগ জগন্নাথ কলেজ শাখাও একই দাবিতে গতকাল মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন জাহাঙ্গীর আহমেদ, দেবাশীষ বিশ্বাস, এস কে বাদল, কাজী নিজামউদ্দিন শাহী প্রমুখ।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন জিয়াউল হক জিয়া, হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, মহসিন সরকার, আশরাফ সেবু। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কলাভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন শরীফুজ্জামান শরীফ, মঞ্জুর–এ খোদা টরিক, কল্যাণ কল্লোল প্রমুখ।

জগন্নাথ হলের ছাত্র পার্থপ্রতিম আচার্যের স্মরণে গত শনিবার রাতে জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবা সংঘের উদ্যোগে এ প্রার্থনা সভায় আলোচনা করেন হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, সংগঠনের সভাপতি ডঃ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, অজয় কর খোকন, বাহাদুর বেপারী, সুভাষ সিংহ রায়। প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেন লোকনাথ সেবা সংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সানু বিশ্বাস।

ছাত্রদল সভাপতি এ্যানিসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও তাদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এবং গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি ও তাদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্রদল আজ সোমবার সারাদেশের জেলা শহরগুলোতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও আজ থেকে আগামী ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিবহন ধর্মঘটসহ সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিএনপি অফিসে আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাবিব–উন নবী সোহেল, সহ–সভাপতি আবদুল খালেক, এবিএম মোশাররফ হোসেন, প্রচার সম্পাদক মনির হোসেন, সাহাবুদ্দিন লাল্টু, আবদুল বারী ড্যানি, জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, কায়সার কামাল প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেছে, তাদের ২ শতাধিক নেতাকর্মীকে মারধর করা হয়েছে। স্বৈরাচারী সরকার ও তার পেটোয়া পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে নির্মমভাবে বিনা উস্কানিতে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ যে সব পুলিশ কর্মকর্তা এ ঘটনার সাথে জড়িত তাদের শাস্তি দাবি করেছেন।

তারা অভিযোগ করেছেন, উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ছাত্রলীগকে মদদ দিয়ে আসছেন। তারা বলেন, যদি বিবেক থেকে থাকে তাহলে বিবেকের তাড়নায় হলেও ভিসির পদত্যাগ করা উচিত। এ সময় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে যদি তাদের দাবিসমূহ মানা না হয় তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

ছাত্রদল সভাপতি এ্যানিসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপির কয়েকটি অঙ্গ সংগঠন নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিএনপি মহানগর শাখার আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দাবি করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সভাপতি আবদুল্লাহ–আল–নোমান, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান, কৃষকদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহবুবুল আলম তারা ও সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদু পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন অপর এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের হামলা ও ছাত্রদল সভাপতির গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছেন।